بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহে আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীর গিসেন হতে প্রদত্ত ১৮ অক্টোবর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

মহানবী (সাঃ) এর বদরী সাহাবীদের ধারাবাহিক যে স্মৃতিচারণ চলছে আজও তা অব্যাহত থাকবে। পূর্বের খুতবায় হযরত খুবায়েব বিন আদী-র স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল এবং তার কিছু অংশ বর্ণনা করা বাকি ছিল। তাতে বলা হয়েছিল, শাহাদত বরণের সময় তিনি আল্লাহ্তা'লাকে বলেছিলেন যে, মহানবী (সাঃ) এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। তখন আল্লাহ্তা'লা মহানবী (সাঃ)কে তাঁর সালাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। বৈঠকে বসা অবস্থায় মহানবী (সাঃ) ওয়া আলাইকুমুস্ সালামও বলেছেন এবং উপস্থিত সাহাবীদের কাছে তার উল্লেখ করে এটিও বলেছেন যে, হযরত খুবায়েব (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছেন।

হযরত খুবায়েব বিন আদী (রাঃ)এর বন্দিদশার ঘটনা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, মাবিয়া ছিলেন হুজায়ের বিন আবু ইহাবের মুক্ত দাসী। মক্কায় তার ঘরেই হযরত খুবায়েব (রাঃ) বন্দি ছিলেন। মাবিয়া পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ ঘটনা শুনাতেন যে, আল্লাহ্র কসম! আমি হযরত খুবায়েবের চেয়ে ভালো আর কোন (বন্দি) দেখি নি। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি তাঁকে দেখতাম, তিনি শিকলাবদ্ধ ছিলেন। আমার জানামতে পৃথিবীর বুকে খাওয়ার জন্য সেসময়একটি আঙুরও ছিল না। কিন্তু হযরত খুবায়েব (রাঃ) এর হাতে মানুষের মাথার সমান আঙুরের থোকা থাকত, অর্থাৎ অনেক বড় থোকা থাকত যা থেকে তিনি খেতেন। তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিয্ক ছাড়া আর কিছু ছিল না। হযরত খুবায়েব (রাঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং মহিলারা তা শুনে কেঁদে ফেলত আর হযরত খুবায়েব (রাঃ) এর প্রতি তাদের দয়া হতো। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত খুবায়েব (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করি, হে খুবায়েব! আপনার কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? উত্তরে তিনি বলেন, না। একবার তিনি আমাকে বলেন, আমার কাছে একটি ক্ষুর পাঠিয়ে দাও, যাতে আমি নিজেকে পরিপাটি করে নিতে পারি। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলে আবু হোসেনের হাতে ক্ষুর পাঠিয়ে দেই। তিনি বলেন, শিশু ছেলেটি তাঁর কাছে চলে যাওয়ার পর আমার মনে এই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হলো যে, আমার ছেলে এখন তাঁর কাছে রয়েছে এবং ক্ষুর তাঁর হাতে। এখন তো সে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, এটি আমি কী করলাম? হযরত খুবায়েব ক্ষুর নেয়ার সময় রসিকতা করে তাকে বলেন, তুমি খুবই সাহসী। তোমার মায়ের কি এই ভয় হয় নি যে, আমি বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারি? সে তোমার হাতে দিয়ে আমার কাছে ক্ষুর পাঠিয়ে দিয়েছে, যখন কিনা তোমরা আমাকে হত্যার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছ! হযরত মাবিয়া বলেন, খুবায়েবের এসব কথা আমি শুনছিলাম। আমি বললাম, হে খুবায়েব! আমি আল্লাহ্তা'লা প্রদত্ত নিরাপত্তার কারণে তোমাকে ভয় করি নি এবং আমি তোমার খোদার প্রতি ভরসা করেই এই শিশুর হাতে তোমার নিকট ক্ষুর পাঠিয়েছি। আমিএজন্য পাঠাইনি যে, তুমি এটি দিয়ে আমার ছেলেকে হত্যা করবে। হযরত খুবায়েব (রাঃ) বলেন, আমি এমন প্রকৃতির নই যে, তাকে হত্যা করব। আমরা আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতাকে বৈধ জ্ঞান করি না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি খুবায়েবকে সংবাদ দেই যে, মানুষ আগামীকাল সকালে তোমাকে এখান থেকে বের করে হত্যা করবে। পরের দিন মানুষ তাকে শিকলাবদ্ধ করে 'তানিম' নামক স্থানে নিয়ে যায় যা মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। আর হযরত খুবায়েব এর হত্যার দৃশ্য দেখার জন্য আবাল বৃদ্ধ বণিতা, দাস-দাসী ও মক্কার বহু লোক সেখানে পৌঁছে এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী সেদিন মক্কায় কেউ ছিল না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) লিখেন, এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মাঝে মক্কার সর্দার আবু সুফিয়ানও ছিল। সে যায়েদকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এটি পছন্দ কর না যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার স্থানে থাকবে এবং তুমি নিজ ঘরে আরামে বসে থাকবে। যায়েদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তর দেন যে, আবু সুফিয়ান! তুমি কি বলছ? খোদার কসম, মুহাম্মদ (সাঃ) এর পায়ে মদিনার গলিতে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার চেয়ে, আমার জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। এই আত্মনিবেদনের প্রেরণা দেখে আবু সুফিয়ান

প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। আসলে এই উত্তরটা এমনই ছিল যে, আবু সুফিয়ানও এতে প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল। আর সে অবাক বিস্ময়ে যায়েদের দিকে তাকায় এবং তৎক্ষণাৎ চাপাস্বরে বলতে থাকে যে, খোদা সাক্ষী, মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথীরা যেভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসে, আমি অন্য কোন ব্যক্তিকে এভাবে কাউকে ভালোবাসতে দেখিনি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল হলেন পরবর্তী সাহাবী এখন যার স্মৃতিচারণ হবে। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু অউফ শাখার সাথে। তিনি মুনাফেক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল-এর পুত্র ছিলেন এবং মহানবী (সাঃ) এর একান্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র নাম ছিল হুব্বাব, মহানবী (সাঃ) তার নাম পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ্ রাখেন এবং বলেন হুব্বাব হলো শয়তানের নাম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি খুব ভালো মুসলমান ছিলেন, তিনি বিখ্যাত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধ-সহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লিখতে-পড়তেও জানতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্‌র বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ কাতেবে ওহী (ওহী লেখক) হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র দুটো দাঁত ভেঙ্গে যায়, এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে স্বর্ণের দাঁত লাগিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু অপর এক বর্ণনামতে উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত আব্দুল্লাহ্‌র দু'টি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, যার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে স্বর্ণের দাঁত লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উহুদের যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরার পথে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আগামী বছর বদরের প্রান্তরে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। আর মহানবী (সাঃ) সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। তাই পরবর্তী বছর অর্থাৎ চার হিজরী সনের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে মহানবী (সাঃ) দেড় হাজার সাহাবার একটি দল সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হলেন। অপরদিকে আবু সুফিয়ান বিন হারব্-ও কুরায়শের দুই হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। এতবড় বাহিনী সাথে থাকা সত্ত্বেও তার হৃদয় ভীত-ত্রস্ত ছিল এবং সে মুসলমানদের মুখোমুখি হতে চাইছিল না। সুতরাং সে এক ব্যক্তিকে, মদিনা অভিমুখে প্রেরণ করে। সুতরাং, এই ব্যক্তি মদিনায় আসে এবং কুরাইশদের প্রস্তুতি ও শক্তি এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সে মদিনায় একটি অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। এমনকি কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ভয় করতে থাকে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) যখন যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন এবং তিনি (সাঃ) তাঁর ভাষণে বলেন যে, আমরা কাফেরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এই যুদ্ধে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছি, তাই আমরা এযুদ্ধ থেকে পিছু হটতে পারব না, তিনি (সাঃ) বলেন আমাকে যদি একাও যেতে হয় আমি যাব। এই কথা শুনে মানুষের ভয় দূর হতে থাকে এবং তারা গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর (সাঃ) সাথে বের হতে প্রস্তুত হয়ে যায়। যাহোক, মহানবী (সাঃ) দেড় হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন আর অপরদিকে আবু সুফিয়ান তার দুই হাজার সেনাসহ মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু ঐশী পরিকল্পনা যেভাবে প্রকাশিত হয় তাহলো মুসলমানরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠিকই বদরের প্রান্তরে পৌঁছে যায় কিন্তু কুরাইশবাহিনী কিছুদূর এগিয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে যায়। যাহোক, ইসলামী সেনাদল আট দিন পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে অবস্থান করে। কুরাইশ বাহিনী আসেনি তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বদর থেকে যাত্রা করে মদিনায় ফিরে আসেন, এটিকে বদরুল মওয়েদের যুদ্ধ বলা হয়।

হুযুর (আইঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ১২হিজরী সনে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার একটি পশুর পিঠে আরোহন করে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি (সাঃ) এমন এক বৈঠক অতিক্রম করেন যাতে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল ছিল, আর এটি সেই সময়কার ঘটনা যখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মুসলমান হন নি। সেই বৈঠকে কিছু মুশরিকও বসা ছিল, কতক ইহুদিও ছিল, কতিপয় মুসলমানও বসা ছিল, এটি একটি মিশ্র বৈঠক ছিল। উক্ত সভায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। যখন রসলুল্লাহ (সাঃ) আরোহিত সেই পশুর আগমনে ধূলা সেই মজলিসের ওপর দিয়ে উড়ে যায় তখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে আর খুব সম্ভব মহানবী (সাঃ) কে সম্বোধন করেই বলে যে, ধূলা উড়িও না। মহানবী (সাঃ) সালাম বলার পর থামেন এবং পশুর বাহন থেকে নামেন। তিনি

তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আসার জন্য আহ্বান করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনান। আবদুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলুল বলে, হে ব্যক্তি! তুমি যে কথা বলছো তা থেকে উত্তম আর কোন কথা নেই। আমাদের সভায় এসে আমাদের কষ্ট দিও না, নিজ জায়গায় ফিরে যাও এবং যে তোমার কাছে আসে তার কাছে এসব বল। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন রাওয়াহা এটি শুনে বলেন যে- না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমাদের এসব সভায় এসেই আপনি আমাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন। আমরা এটিই পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিরা পরস্পরকে ভালোমন্দ বলতে থাকে। তারা একে অন্যের ওপর আক্রমণ করার দ্বারপ্রান্তে ছিল, কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদের উত্তেজনা প্রশমন করতে থাকেন এবং তাদেরকে বোঝাতে থাকেন। অবশেষে তারা বিরত হয়। মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদের সর্বদা মার্জনা করতেন এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করতেন।

পরিশেষে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। মহানবী (সাঃ) যখন বদরের প্রান্তরে তাদের মোকাবেলা করেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা এই লড়াইয়ে কাফের তথা কুরাইশদের বড় বড় নেতাকে ধ্বংস করেন তখন আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলুল এবং তার মুশরেক ও মূর্তি পূজারী সাথীরা বলা আরম্ভ করে যে, এখন তো এই জামা'ত মহিমাদীপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা মহানবী (সাঃ) এর হাতে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে বয়আত করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। তাদের ইসলাম গ্রহণও এমনই ছল, যখন তারা দেখে যে,(মুসলমানরা) বদরের যুদ্ধে সফল হয়েছে তখন তারা ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের সমবেত করে তাদের কাছে কুরাইশদের এই আক্রমণের ব্যাপারে পরামর্শ চান যে, মদিনায় অবস্থান করা উচিত নাকি মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। পরামর্শ করার পূর্বে মহানবী (সাঃ) কুরাইশদের আক্রমণ এবং তাদের রক্তক্ষয়ী সংকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে একটি গাভী দেখেছি, সেইসাথে আরো দেখেছি যে, আমার তরবারির অগ্রভাগ ভেঙে গেছে। এরপর আমি দেখি, সেই গাভীটি জবাই করা হচ্ছে। আরো দেখি যে, আমি আমার হাত একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত বর্মের ভিতর প্রবিষ্ট করি। তিনি (সাঃ) বলেন, স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি দুম্বার পিঠে আরোহিত। তিনি (সাঃ) বলেন, গাভী জবাই হওয়ার অর্থ আমি মনে করি আমার কতক সাহাবী শহীদ হওয়া। আর আমার তরবারির প্রান্ত ভেঙে যাওয়ার মাধ্যমে আমার প্রিয়দের কারো শহীদ হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত বলে মনে হয়, অথবা হয়ত এই অভিযানে আমার নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে। আর বর্মের ভিতর হাত রাখার অর্থ আমি এটি মনে করি যে, এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের মদিনায় অবস্থান করা অধিক যুক্তিযুক্ত। আর দুম্বায় আরোহনমূলক স্বপ্নের তিনি (সাঃ) এই ব্যাখ্যা করেন যে, এর মাধ্যমে কাফের সৈন্যবাহিনীর সর্দার অর্থাৎ পতাকাবাহীকে বোঝানো হয়েছে যে ইনশাআল্লাহ্‌ মুসলমানদের হাতে নিহত হবে।

এরপর তিনি (সাঃ) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান যে, এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। কতিপয় প্রবীণ সাহাবী এই মতামত দেন যে, মদিনায় অবস্থান করে মোকাবিলা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। আর মহানবী (সাঃ)ও এই মতই পছন্দ করেন এবং বলেন, এটিই উত্তম হবে বলে আমার মনে হয়, অর্থাৎ মদিনার ভেতর থেকে শত্রুকে প্রতিহত করা। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী আর বিশেষভাবে সেসব যুবক, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং যার জন্য তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছিল, জোর দিয়ে নিবেদন করে যে, শহর থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠে মোকাবিলা করাই উচিত। তারা এত বেশি জোর দেয় এবং নিজেদের মতামত উপস্থাপন করে যে, মহানবী (সাঃ) তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তাদের কথা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, আমরা উন্মুক্ত মাঠে বের হয়েই কাফেরদের মোকাবিলা করব। এরপর তিনি ঘরের ভেতর চলে যান, নিজ পাগড়ী বাঁধেন ও যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন আর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাইরে বের হন। কিন্তু এরই মধ্যেই অওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এবং অন্যান্য প্রবীণ সাহাবীদের বুঝানোর কারণে যুবকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে যে, মহানবী (সাঃ)এর মতের বিপরীতে নিজেদের মতামতের উপর জোর দেয়া উচিত হয়নি এবং তাদের অধিকাংশই একারণে অনুতপ্ত ছিল।

তারা প্রায় সমস্বরে নিবেদন করে,হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে যে, আমরা আপনার মতের বিপরীতে নিজেদের মতের ওপর জোর দিয়েছি। আপনি যা সঠিক মনে করেন তা-ই করুন, ইনশাআল্লাহ্‌, এতেই বরকত হবে। তিনি (সাঃ) বলেন, এটি খোদার নবীর মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি সশস্ত্র হওয়ার পর পুনরায় তা খুলে ফেলবেন, যতক্ষণ খোদা কোন সিদ্ধান্ত না দেন। অতএব এখন আল্লাহ্‌তা'লার নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। আরযদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্‌ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তোমাদের সাথে থাকবে।

পরের দিন ৩ হিজরীর ১৫ শাওয়াল, মুসলিম সৈন্যবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সকাল হতে না হতেই উহুদ প্রান্তরে পৌঁছে যায়। তখন মুনাফিক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিজের তিনশ' সঙ্গীসহ মুসলমানদের সৈন্যবাহীনি থেকে পৃথক হয়ে একথা বলে মদিনা অভিমুখে ফিরে যায় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আমার কথা মানেন নি এবং অনভিজ্ঞ যুবকদের কথায় (মদিনার) বাইরে বের হয়ে এসেছেন, তাই আমি তাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতে পারব না। ফলতঃএখন মুসলমানদের মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায়কেবল সাতশ, যা কাফিরদের তিনহাজার সৈন্যসংখ্যার মোকাবেলায় এক চতুর্থাংশেরও কম ছিল। যাহোক, যুদ্ধ হয়। এ সংক্রান্ত আরো কিছু বৃত্যান্ত রয়েছে, বাদবাকী ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে খুতবায় বর্ণনা করব।

খুতবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুম মওলানা কমর উদ্দীন সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় খাজা রশীদ উদ্দীন কমর সাহেবের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর স্মতিচারণ করে উনার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন এবং বলেন যে মরহুম কিছুদিন রোগভোগের পর গত ১০ই অক্টোবর ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।**

জরুরী ঘোষণা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

আগামী ৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ২০১৯ চারদিন ব্যাপি পুনরায় 'সত্যের সন্ধানে' প্রোগ্রামটি শুরু হতে যাচ্ছে। এবার লণ্ডন স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারন করা হবে। অনুষ্ঠান শুরু হবে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭ টায়, শুক্রবার হুযুর (আইঃ) এর জুম্মার খুতবার পর ৮ টায় এবং শনি ও রবিবার যথারীতি রাত সাড়ে ৭ টায়, প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে সম্প্রচার হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এরজন্য বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে।

সেখ মোহাম্মদ আলী
জেলা মোবাল্লেগ ইনচার্জ বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

খুতবা সানিয়ায় এ ঘোষণাটি পড়ে শুনানোর জন্য অনুরোধ রইল

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
18 October 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B